PRINT

সমকাল

বই উৎসব

এই দিন আনন্দের দিন

৯ ঘণ্টা আগে

সাব্বির নেওয়াজ

কোনো তুলনা চলে না এ আনন্দের। নতুন বইয়ের সোঁদা গন্ধ ছড়িয়ে গেছে সারাদেশের সব স্কুল আঙিনায়। শিক্ষাবর্ষের প্রথম দিন, ক্লাসে এসে নতুন বই, আনন্দে আত্মহারা শিক্ষার্থীরা। তাদের উচ্ছ্বাস আর উল্লাসে মুখর বিদ্যাপীঠ। ঝকঝকে চাররঙা নতুন বই পেয়েই প্রাথমিক স্তরের শিশুরা উল্টেপাল্টে দেখেছে- কী কী আছে ভেতরে। বুকে চেপে ধরে তাদের প্রাণখোলা হাসি।

রাজধানীর আজিমপুর গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রাঙ্গণের সুবিশাল মাঠে গোল হয়ে বসে ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী

রিফাত, মণি, মেঘলা, তাহমীদা আর ঐশী। শিক্ষামন্ত্রীর হাত থেকে পাওয়া বই নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখছিল তারা। সেইসঙ্গে খুনসুটি। পাতার ভাঁজে ভাঁজে এই শিশুরা যেন খুঁজে পেয়েছে স্নিগ্ধতার ঘ্রাণ। মায়েরাও ঘিরে ছিল তাদের। চোখেমুখেও হাসির ঝিলিক।

এই শিশুদের মতোই লাখো শিশুর কলরবের মধ্য দিয়ে সারাদেশে মঙ্গলবার উদযাপিত হয়েছে পাঠ্যপুস্তক উৎসব দিবস। শিক্ষাবছরের প্রথম দিন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীদের হাতে তুলে দেওয়া হলো কোটি কোটি নতুন বই। ঝকঝকে-তকতকে নতুন বইয়ের গন্ধে মাতোয়ারা ছিল প্রতিটি স্কুল আঙিনা। নতুন ক্লাসে ওঠা সাড়ে চার কোটি শিক্ষার্থীর হাতে পৌঁছে গেছে নতুন বই। হাজার হাজার স্কুল উৎসবের রঙে হয়ে উঠেছিল রঙিন।

গতকাল সকালে আজিমপুর গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের মাঠে গিয়ে দেখা গেল, মধ্য পৌষের শীতের সকালে সেখানে বসেছে উল্লাসের হাট। লাল-সবুজে সাজানো পুরো বিদ্যালয় ক্যাম্পাস। শিক্ষার্থীরা নেচে-গেয়ে উল্লাস করেছে, হাতে থাকা প্ল্যাকার্ড-ফেস্টুন নাড়িয়ে। দূর আকাশে রঙিন বেলুন উড়িয়ে সৃষ্টি করেছিল এক অপরূপ দৃশ্য! হাজার হাজার শিক্ষার্থী বিনামূল্যে পাওয়া এই সদ্য ছাপানো ঝকঝকে বইগুলো নাড়াতে থাকে উঁচু করে।

পাঠ্যপুস্তক উৎসবের কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠান ছিল দুটি। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে রাজধানীর আজিমপুর গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠে সকাল সাড়ে ৯টায় মাধ্যমিক স্তরের বই উৎসবের উদ্বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। অন্যদিকে, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে সকাল ১০টায় পাঠ্যপুস্তক উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান ফিজারের এ উৎসবের উদ্বোধন করার কথা থাকলেও তিনি উপস্থিত ছিলেন না। এবার সারাদেশের চার কোটি ২৬ লাখ ১৯ হাজার ৮৬৫ শিক্ষার্থীর মধ্যে ৩৫ কোটি ২১ লাখ ৯৭ হাজার ৮৮২ কপি বই বিতরণ করা হয়। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের জন্য পাঁচটি ভাষায় বই বিতরণ করা হয়েছে এ বছর। তিন বছর ধরে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য ব্রেইল বই বিতরণ করা হচ্ছে। ২০১০ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত মোট ২৯৬ কোটি সাত লাখ ৮৯ হাজার ১৭২টি বই বিতরণ করা হয়েছে, যা সারাবিশ্বেও এক বিরল দৃষ্টান্ত, অনন্য নজির।

বই উৎসব উপলক্ষে রঙিন বেলুন, লাল-নীল-সবুজ কাগজে বানানো ফুলসহ নানা উপকরণে সাজানো হয় আজিমপুর সরকারি গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠ। পূর্ব প্রান্তে তৈরি করা হয় সুবিশাল মঞ্চ। আজিমপুর সরকারি গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজে শিশুরা ছাড়াও ভিকারুননিসা নূন স্কুল, গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, বিসিএসআইআর হাই স্কুল, বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ, ধানমণ্ডি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কামরুননেছা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়সহ রাজধানীর ২৬টি স্কুলের তিন হাজার শিক্ষার্থী বর্ণিল ইউনিফর্ম পরে নাচে-গানে, আনন্দ-উল্লাসে প্রাণবন্ত করে তোলে সুবিশাল মাঠ প্রাঙ্গণ। তাদের হাতে হাতে ছিল উৎসবের বেলুন ও রঙিন কাগজ। একসময় তাদের সেই হাতে বিনামূল্যের পাঠ্যবই তুলে দেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ।

অনুষ্ঠানে বেগুনি ও সাদা রঙের ইউনিফর্ম পরে উপস্থিত হয়েছিল ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী সুমাইয়া বিনতে সামাদ। নতুন বই পেয়ে সে বলে, 'খুবই ভালো লাগছে। আমি বাড়ি গিয়েই বইয়ের কবিতা, গল্পগুলো পড়ে ফেলব। গল্প পড়তে খুব ভালো লাগে আমার।'

একপর্যায়ে শিক্ষামন্ত্রী মাঠে গিয়ে শিশুদের মধ্যে উপস্থিত হন। তাকে পেয়ে আনন্দে উত্তাল সবাই।

পাঠ্যপুস্তক উৎসব উদ্বোধন করে সবাইকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'আজ আমাদের জন্য আনন্দের দিন, একটি ইতিহাস সৃষ্টিকারী দিন। বিনামূল্যে এত সংখ্যক বই বিতরণের জগতে এমন উদাহরণ আর নেই। আমরা এতে সফল হয়েছি।' মন্ত্রী বলেন, 'আমরা তরুণ প্রজন্মের জন্য সবকিছু উজাড় করে দেব। আমাদের এ প্রজন্ম কোনো অংশেই বিশ্বের কোনো দিক থেকে পিছিয়ে নেই। আমাদের সৌভাগ্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসার পর একটা যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে পেরেছি।'

শিক্ষা সচিব মো. সোহরাব হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. সৈয়দ গোলাম ফারুক, এনসিটিবির চেয়ারম্যান অধ্যাপক নারায়ণ চন্দ্র সাহা, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান মু. জিয়াউল হক ও আজিমপুর গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ হাছিবুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

আনন্দে উদ্বেলিত প্রাথমিকের শিশুরাও :এদিকে, সকালে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কেন্দ্রীয়ভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে পাঠ্যপুস্তক উৎসবের আয়োজন করে। এ উৎসবে যোগ দেয় রাজধানীর প্রায় ২০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় তিন হাজার খুদে শিক্ষার্থী ও তাদের শিক্ষক-অভিভাবক। শীতের সকালে কয়েক হাজার শিশু প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমানের হাত থেকে বই নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করলেও উৎসবে উপস্থিত হননি তিনি। সকাল ১০টার পর মোবাইল ফোনে তিনি বক্তব্য দেন এবং বই উৎসবের উদ্বোধন ঘোষণা করেন। মোবাইল ফোনে তিনি বলেন, সারাদেশে প্রায় ৩৮ কোটি বই শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তারা নতুন বই পেয়ে পড়াশোনায় আরও মনোযোগী হবে। তারা দেশকে স্বাবলম্বী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন করবে এবং উপযুক্ত মানুষ হবে। তিনি বই উৎসবে উপস্থিত থাকতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করেন।

বই উৎসবে উপস্থিত হয়ে শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল বলেন, 'এত বই বিশ্বের কোনো দেশ ছাপায় না। কোনো দেশ ছাপাতে পারবেও না। শুধু বাংলাদেশ পারবে। তোমরা এই বই পড়বে, দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে।'

বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার ক্রিকেটার সাকিব আল হাসান বলেন, 'এই দিনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, তোমরাই দেশের ভবিষ্যৎ। পড়ালেখা করতে হবে, সঙ্গে খেলাধুলাও করতে হবে।'

অনুষ্ঠানে কথাসাহিত্যিক আনিসুল হক বলেন, 'তোমরা খুবই সৌভাগ্যবান যে তোমরা নতুন বই পাও। আমরা কোনোদিন নতুন বই পাইনি। সব সময় বড় ভাইদের পুরনো বই নিতাম। তোমাদের দেখে খুবই ভালো লাগছে।'

এরপর শিশুদের হাতে নতুন বই তুলে দেওয়া হয়। নতুন বই হাতে পেয়ে এর গন্ধ শুঁকে, উঁচু করে ধরে, ঢাকঢোলের তালে মাঠজুড়ে ছোটাছুটি করে আনন্দ-উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে তারা। বই বিতরণ শেষে ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

তৃতীয় শ্রেণির শিশু সানজিদা হকের কাছে জানতে চাইলে সে বলে, 'আমি আজ নতুন বই পেয়েছি। নতুন বই পড়তে আমার খুব ভালো লাগে। বই যেন না ছিঁড়ে যায়, সে জন্য আব্বুকে বলব, বইগুলোতে যেন আজই মলাট লাগিয়ে দেয়।'

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আবু হেনা মোস্তফা কামালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. আকরাম-আল-হোসেন।

© সমকাল 2005 - 2019

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : মুস্তাফিজ শফি । প্রকাশক : এ কে আজাদ

১৩৬ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা - ১২০৮ । ফোন : ৮৮৭০১৭৯-৮৫, ৮৮৭০১৯৫, ফ্যাক্স : ৮৮৭০১৯১, ৮৮৭৭০১৯৬,
বিজ্ঞাপন : ৮৮৭০১৯০ । ইমেইল: info@samakal.com